



অভিযান

সাপ্তাহিক

ABHIYAN WEEKLY
abhiyanweekly40@gmail.com

বর্ষ : ৩৮ / অংক : ৪৬ / ২০৭৮ অসম ১৭ গতে শুক্ৰবাৰ / 25 June., 2021 / মূল্য রু. ১০/-

কোরোনাপঞ্চি বাঢ়ী, বিপক্ষীলাই সরকারমা জানৈ হৃতারো

কাঠমাড়ো। নেপালী কাগ্রেস, প্রচণ্ড র এমালেকো মাধব নেপাল কিত্তা কতিসম্ম সংবেদনহীন বন্ধ পুঁথোকো হো। কোরোনা মহামারীসঁগ লড়ন সরকারলাই সাথ দিনুপর্নেমা সরকার ফালে খেলমা লাগিৰহয়ো, অহিলে অতিবৰ্ষাকা কাৰণ ব্যাপক জনধনকো ক্ষতি ভইৱৰহেকো ছ, যা কিতালাই অহিলে পনি ছিটো বন্দা ছিটো প্ৰম ওলীলাই ফালেৰ সরকারমা জানুপৰেকো ছ।

যিনৈ বন্ধন- গণতান্ত্ৰিক লোকন্ত্ৰ ?

কহোঁ ছ গণ ? গণ মৰিবেকো ছ, নেতা সত্তা রাজনীতিমা ব্যস্ত ছন। লোকন্ত্ৰ নাড়োঁ ভইসক্যো, লোক নেতা ভনাউঁদাহুৰ নৈতিকহীনতা, জিম্বোৱাহিন ভাৰ সত্তাকো খেলমা সড়ক র সৰ্বোচ্চমা মুদ্দা গৱেষণা কৰে বসেকা ছন।

>>> বাঁকী ৮ পেজতা

হালীলাই www.abhiyanonline.com মা পনি পদ্ধন সকিঙ্গ।

সংবিধান উল্লঘনকৰ্তা নৈ সংবিধানকো পক্ষমা

কাঠমাড়ো। সত্তাধারী দল নেকপা এমালেলাই একীকৃত গৰ্নে প্ৰয়াস ভৰ্তীহৰকো বেলা মাধব নেপাল আফ নৈ সুমহমা কুনৈ সমস্যা নৰেকো র কাগ্রেস, মাওবাদী কেন্দ্ৰ, উপেন্দ্ৰ যাদব পক্ষকো জসপা র রাষ্ট্ৰিয় জনমোৰ্চা বীচৰকো গঠবন্ধনাই অৰ্থ বলিয়ো বনাউনুৰ্বো অভিযুক্তি দিএপছি নেকপা এমালেবাট মাধব নেপাল সমূহ বাহিৰিনে সম্ভাবনা বৰেকো ছ। ৫ দলীয় গঠবন্ধনলৈ জসৱৰ ভাস্পনি কেপী ওলী নেতৃত্বকো সৰকারলাই হটাই ছোড়নে প্ৰতিবন্ধনা সমেত জনাউদে আৰকা ছন। নেপালী কাগ্রেসমা সভাপতি শেৱহাদুৰ দেউতা, মাওবাদী কেন্দ্ৰকা অধ্যক্ষ পুষ্পকমল দাহাল, মাধব নেপাল পক্ষ, উপেন্দ্ৰ যাদব র রাষ্ট্ৰিয় জনমোৰ্চাকা দুৰ্গা পৌডেলদ্বাৰা মংগলবাৰ এক বিজ্ঞাপনী জারী গৰ্দে ভনেকা ছন প্ৰধানমন্ত্ৰী কেপী ওলী

>>> বাঁকী ৮ পেজতা

রাপ্রপমা গতিহনতা অন্ত গৰ্নে প্ৰয়াস



কাঠমাড়ো। রাপ্রপমা অধ্যক্ষ কমল থাপালে অৰ্কা অধ্যক্ষব্যৱ পশুপতি শমশেৰ জবাৰা র ডা.প্ৰকাশচন্দ্ৰ লোহনীলাই গতিহনতা অন্ত গৰ্নু অনিবার্য রহেকো বৰাএকা ছন। থাপালে মহাযোগিতা অনিবার্য ছ, নয়ো, পুৱানা, যুৱা জো আৰে পনি হুন্ছ নেতৃত্বমা। নয়ো নেতৃত্ব, নয়ো কাৰ্যদিশা, গতিশীলতা র নয়া জোশকা সাথ পাৰ্টীলাই সাক্ষত বনাউন জৱৰী ছ।

জনতা বৈকল্পিক শক্তি খোজিৱৰেকা ছন, রাপ্রপমা পুনৰ্বৰ্ণনা কৰেকা ছন। সংসদকো চুনাবকা বারেমা অদালতকো

>>> বাঁকী ৮ পেজতা

জসপা বিভাজন হুনে পক্ষকা



কাঠমাড়ো। নেকপা এমালেমিত্রকো বিবাদলাই নিৰূপণ গৰ্ন অসক্ষম ভৰেকো আৰোপ খেপিৰহৰকো নিবৰণ আয়োগলে জনতাসমাজবাদী পাৰ্টী ভীতকো অধিকাৰীতা সম্বন্ধী বিবাদকো নিৰূপণ গৰ্ন প্ৰক্ৰিয়া ভিৰ আয়োগ প্ৰদেশ গৱেষণা

ছ। আয়োগলে জসপাকা অধ্যক্ষ মহন্থ ঠাকুৰ পক্ষলাই আয়োগমা লিখিত জবাফ পেশ গৰ্ন দুৰ্গতে ১৫ দিনকো সময় দিএৰ পত্ৰ পঠাএকো ছ। জসপাকা অৰ্কা অধ্যক্ষ উপেন্দ্ৰ যাদব পক্ষলৈ

>>> বাঁকী ৮ পেজতা

সড়কবাট প্ৰধানমন্ত্ৰী ফের্নে নাটক সুৰু

কাঠমাড়ো। অদালতলাই আফনো পক্ষমা পার্নকা লাগি দৰবাৰ স্বৰূপ নেপালী কাগ্রেস, এমালেকো মাধবসমূহ, মাওবাদী কেন্দ্ৰ, জসপাকো উপেন্দ্ৰ সমূহ, সংযুক্ত জনমোৰ্চা হিজোদেখি সড়ক সংৰক্ষণ উত্ৰেকা ছন। উনীহৰু কানুনী উপচাৰকা লাগি সৰ্বোচ্চমা মুদ্দা লড়াইছেন র মুদ্দামা বহস চলিবেকো ছ। অদালতলাই প্ৰভাৱ পার্নকৈ লাগি যী সমূহলৈ বিদ্যাৰ্থীলাই সড়কমা উতৰেকা হুন।

অদালতকো ফেসলা কুৰ্ন নসকৈ, বৈকল্পিক সৰকাৰ দিন নসকৈহৰু সত্তাৱৰ দল এমালেকা সাংসদকো সহীলাই সমৰ্থন ভৰেৰ সত্তাকো দাবী গৱেষণা কৰেকো ছন। লোকতান্ত্ৰিক ব্যবস্থাকা সৰ্বে সংযোগস্থালাই অদালতমা কেন্দ্ৰীত গৱেষণা যী রাজনীতিক দলহৰু অদালতবাট রাজনীতিক

>>> বাঁকী ৮ পেজতা

কৰে অদালত পনি পূৰ্বগ্ৰাহী ভয়ো কি ?



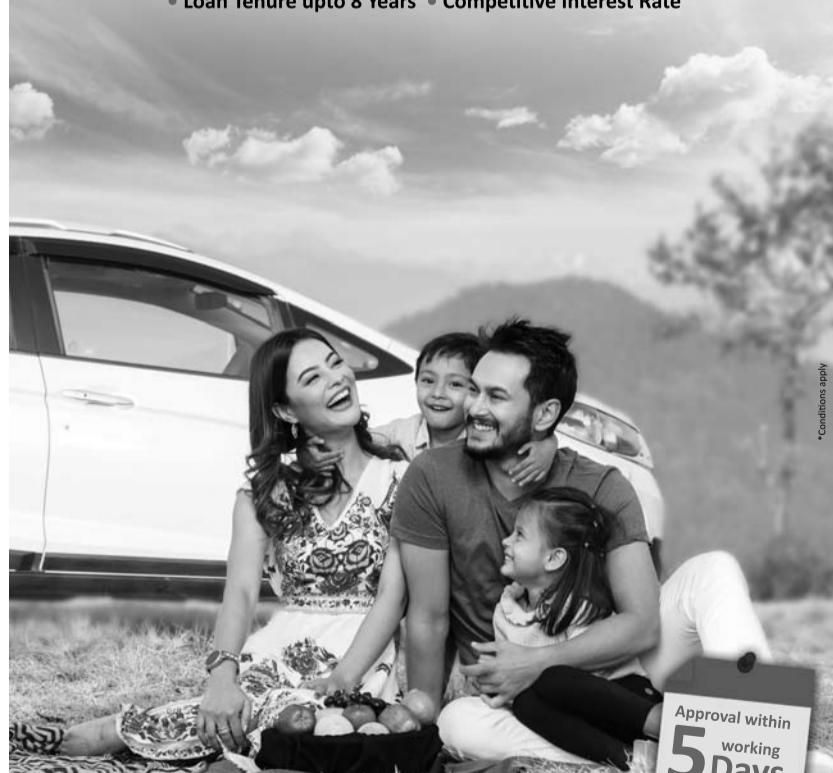
কাঠমাড়ো। সৰ্বোচ্চ অদালতকো অসাৰ ৮ গতকো আদেশ অনুসাৰ জেষ্ঠ ২৭ র ২৭ গতে নিযুক্ত ভৰেকো উপপ্ৰধানমন্ত্ৰী, মন্ত্ৰীসহিত মন্ত্ৰীহৰু র কেহী রাজ্যমন্ত্ৰীহৰু পদ মুক্ত ভৰেকো ছন। তাৰ ততকালীন অৰ্থমন্ত্ৰী রহেকা র জেষ্ঠ ২১ গতে নৈ উপপ্ৰধানমন্ত্ৰী বৰুৱা ভৰেকা উপপ্ৰধান তথা অৰ্থমন্ত্ৰী বিষ্ণু পৌডেলকো হৈসিয়ত অৰ্ব কে হুন্নে ত্ব্যস বিষয়মা অদালত কেহী বোলেকো ছেন। অহিলে কাগ্রেস মাওবাদী কেন্দ্ৰ র উপেন্দ্ৰ যাদব পক্ষসহিত মাধব নেপাল সমূহলৈ দেশলাই খাল্লোতিৰ লৈজানুকো সম্পূৰ্ণ দোষ প্ৰধানমন্ত্ৰী ওলীমাত্ৰ দোষী হৈইন্ন পাৰ্টীলাই বিভাজন তিৰ লৈজানে পৰি ভৰে দাহাল নেপাললৈ নেপাল কম্পনিষ্ট

পনি উতিকৈ জিম্বোৱা রহেকা ছন। প্ৰধানমন্ত্ৰী ওলীলৈ পাৰ্টীমিত্ৰ একলৌটী গৱেষণা কৰে ভৰে দাহাল নেপাললৈ নেপাল কম্পনিষ্ট

AUTOLOAN

Drive Your Life

• Loan Tenure upto 8 Years • Competitive Interest Rate



@www.prabhubank.com

Approval within
5 working
Days

prabhu BANK

Prabhu Building, Babarmahal, Post Box No.:19441
+91-977-14788500 | +91-977-14780588,
Email: info@prabhubank.com | www.prabhubank.com
Toll Free No.: 16600107777

TOURISM UNDER CPEC IN NORTHERN AREAS

Mr Gurung

TOURISM industry has contributed \$7.6 trillion to the global economy, which is 10.2% of the global GDP. It generated 292 million jobs some years back. Tourism in Northern Areas is increasing annually. Over 50 millions domestic tourists are forecast by PTDC.

It manifests a lot of potential in the industry. According to WTTC, the tourism industry contributed 5.9% to national GDP creating 3.9 million jobs in 2019. If the tourism industry develops to the level of China, its contribution rate to GDP will increase by 5.1% to 11%, and additional 2.37 million jobs will be created.

CPEC has proven itself the Asian Giant. Along with other benefits, it will usher in a new era of tourism. In the past, Pakistan did not attract too many international tourist arrivals. CPEC has changed the scenario. Pakistan received a 37 % increase in tourism visa applications due to CPEC in previous years.

Northern Areas are unmatchable in beauty. Kashmir is known as earthly paradise. It embodies the poetry of nature, which no human language can interpret in words.

Northern Pakistan is a hub of tourism. Unique landscape, pristine nature and world's most famous mountain ranges are there. The Himalayas, Karakorum & the Hindukush, K-2, the world's second highest peak, also lies here.

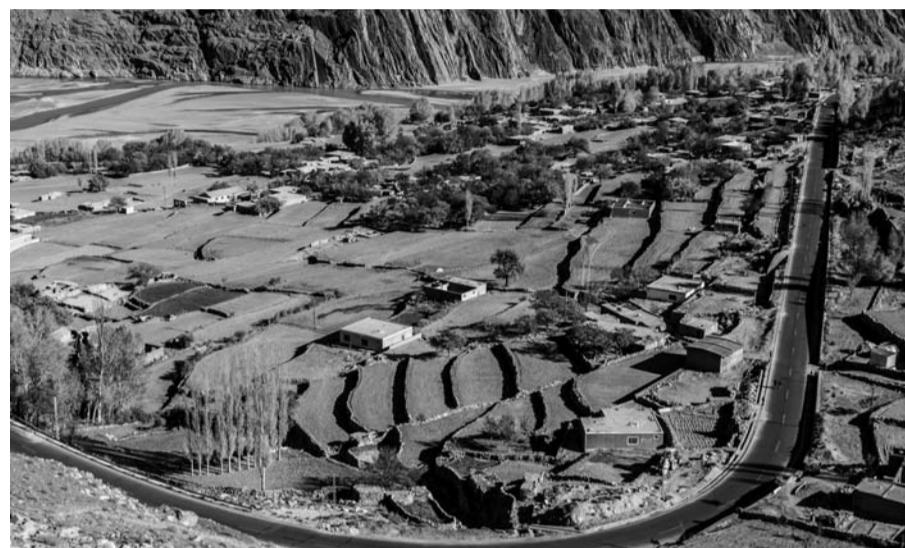
5 over 8000 meter peaks, 101 over 7000 metres and 5100 Glaciers are located here. It carries 2200 sq.miles of snow-covered area and 119 lakes.

High altitude forests, 4 national parks, 09 game reserves, 3 wildlife sanctuaries, 230

species of birds, 54 species of mammals, 20 species of freshwater fish, 23 species of reptiles, 6 of amphibians, 6592 sq.km of forests which constitutes 9.1 % of the total area of GB. It offers 20 species of fresh-water fish, 5 ethnic groups and 5 ethnic languages with 36 dialects.

It tenders 7 Asia Pacific Heritage Conservation, UNESCO and British Airways award winning historical sites, 23 historical forts and 75 polo

promoted if infrastructure bottlenecks are removed. Azad Tourism App and Tourism Smart Card have been introduced for tourists by AJK. Two museums in Muzaffarabad and Mirpur are underway. CPEC provides an opportunity to connect AJK and GB to the outside world. AJK has been designated 5 projects under CPEC. M4 under CPEC will increase the connectivity within Azad Kashmir and will open the avenues for the Diasporas to invest in AJK. A



grounds. 65 archaeological sites, more 39,000 plus rock carvings and inscriptions are awaiting tourists from all over the globe.

Year-long festivals in GB, indigenous music, centuries-old culture of hospitality and acceptance of visitors are fascinations for tourists. There is much more than mentioned for tourists in Northern Areas. Annually, more than 1.5 million tourists visit AJK. It has more than 100 heritage and archaeological sites based on the footprints of Dogra, Sikh, Buddhist and Mughal.

Religious tourism can be

highway connecting Gwadar with Xinjiang passes through four provinces of Pakistan, GB and AJK.

It will be the shortest route from Central Punjab to CPEC, through AJK, shortening the existing route by 50 km and saving around 4 to 6 hr travel. Tourism will lead to industrial development by contributing to the economic development of Kashmir. Lack of infrastructure development and insufficient structures hinder tourism potential.

CPEC will further reduce the distances and develop tourism

through its various projects. AJK and GB will be equally linked to international trade, local and international tourists and the local market will also be brought into the mainstream. Local mining, wood, food, fruit, herbs, mountaineering and cottage industries will flourish.

Railway link between Dina, Jhelum and Mirpur under CPEC is under consideration which will boost tourism in Mirpur and linking districts. The new route via Khunjerab Pass would be around 350km shorter than the existing one.

It would pass through Shigar, Skardu and Astor districts of GB and connect to AJK capital. This route can be linked with Neelum Valley (AJK) via Shonter. An 'industrial zone' like Mirpur is also under consideration for AJK capital. It will help tourism in the linked valleys of the capital.

Shonter Tunnel is another natural route to GB via the Neelum Valley. It must be completed under the CPEC umbrella. Neelum Valley runs parallel to the Kaghan Valley. Both the valleys can be linked Under CPEC via local routes. A part of Nanga Parbat Massif falls in Neelum Valley which is dominated by "Sarwaali Peak" (6326 meters) the high mountain in Azad Kashmir.

We can link Baboon Top to Pathian and Rati-Gali Lake of Neelum Valley via mule-track. It will not only reduce the existing distance, but also create jobs for local people. We can also link Rati-Gali Lake to Naran Kagan valley via mule-Track. From Rati Gali tourists can move to Kaghan valley and vice versa.

Through local routes we can offer a triple package to tourists

from Naran Kaghan to Neelum Valley via Rati-Gali and then from Neelum to GB via Shonter Pass. Shonter Tunnel will not only reduce the distance between GB. The route is also significant for trade and defence. The journey to GB via Neelum Valley, Shonter Pass is shorter than Via Rawalpindi.

Sharda is the historical and cultural hub of tourism. Opposite to it is Surgan Nullah along which a track leads to Kaghan Valley. Via this route the visitors can also move to Naran Kagan after visiting Neelum Valley or vice versa.

Kel is also a base camp for mountaineering activities up to "Sarwaali Peak" and "Sarwaali Glacier" (about 25 kms long) which is said to be the highest peak and biggest glacier of Azad Kashmir.

Guris valley is also situated very close to the Burzil Pass which leads into Astore district of the GB. Burzil Pass is another natural route to link AJK to GB under CPEC projects.

Muzaffarabad Industrial Zone under CPEC will boost tourism in the linking valley. Chikar is 46 Km from Muzaffarabad, we can promote tourism through newly born Zilaal Lake.

Kotli is linked with Mirpur Industrial Zone and M4 under CPEC. Pearl Valley of Poonch is linked with Azad Pattan, where a hydro project under CPEC is finalized.

It is also linked with Muzaffarabad, the expected industrial zone under CPEC will benefit Poonch dually. Rawalakot, Banjosa Lake and Toli peer can be linked to CPEC via Azad Pattan

Mangla Lake, Ramkot Fort and linking districts and valleys are directly linked to Mirpur Industrial Zone under CPEC which will boost tourism.

Hindutva: The 'Lebensraum' of India

Mr Kabir

Adolf Hitler and the Nazi Party had come to power with the avowed purpose of conquering colonies and foreign lands for the Germans. They must have a living space-'Lebensraum' as the Nazis called it for the living surplus German population, finding raw materials and markets for German industrial goods. Hitler who inspired religious fervour in Germany wanted to establish its domination first over Europe and then over the entire world. Renowned historians agree that Adolf Hitler was an impulsive ruler, guided by an ungoverned temper. He believed in the principle of "world power or downfall." He had a firm faith in the superiority of the German race and the inferiority of other races. He became a powerful ruler and acted upon an aggressive foreign policy to subjugate other nations.

Adverse circumstances in Germany after the Treaty of Versailles helped Hitler to come to power. His propaganda techniques influenced millions of people. Adolf Hitler's internal policies were authoritarian and totalitarian. The secret police-Gestapo was formed to deal with the slightest indication of

opposition. By imitating Hitler's propaganda techniques, in the Indian general elections of 2014 and 2019, the BJP won a huge majority in the Lok Sabha, as during the election-campaign, the Hindu majority was mobilized on 'hate Muslim' slogans and 'anti-Pakistan' jargons.

Since the leader of the BJP party, Narendra Modi came to power; he has been implementing the Ideology of Hindutva (Hindu Nationalism) which has become 'Lebensraum' of India. Modi-led BJP government has mixed politics with religious fervour. Under the Modi regime, Indian internal policies are authoritarian. In this regard, various developments like the unprecedented rise of Hindu extremism, persecution of minorities even of lower cast-Hindus, forced conversions of other religious minorities into Hindus clearly show that encouraged by the Hindu fanatic outfits such as BJP, RSS, VHP, Bajrang Dal and Shiv Sena have been promoting religious and ethnic chauvinism in India by propagating the Hindutva ideology. In one way or the other, like Germany of Hitler's era, New Delhi has, also, been acting upon the policies of neo-imperialism and colonialism. In this respect, through its military and intelligence agency RAW, India has continued expansionist

designs through intervention as part of hegemonic policies vis-à-vis her neighbouring countries.

On August 5, last year, India revoked articles 35A and 370 of the Constitution which gave a special status to the disputed territory of the state of Jammu and Kashmir (J&K). The act split the J&K into two federal territories.

Indian prejudiced rulers' various other measures such as continued lockdown in the Indian Occupied Kashmir (IOK), deployment of more than 900,000 military troops there, who have martyred thousands of the Kashmiris through brutal tactics-fake encounters, closure of mosques, shortage of foods, medicines for the patients and coronavirus-affected persons, ban on the entry of foreign journalists and from time to time, shelling inside Pakistani side of Kashmir, which has killed hundreds of innocent villagers show India's Nazis' strategy. In the recent past, India occupied various areas, adjacent to the Line of Actual Control (LAC). In response, Chinese forces moved into the regions along the eastern Ladakh border and vacated the disputed territories.

Besides, the Indian Citizenship Amendment Act 2019 (CAA), passed by the Indian Parliament further exposed the discriminatory policies of the Modi-led government. The CAA coupled

with the National Register of Citizens (NRC) is mainly against Muslim immigrants especially from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan. Despite criticism of the rights groups, foreign leaders, the UN and moderate Hindus in wake of violent protests which killed hundreds of persons—mostly Muslims by the police and prejudiced Hindus, Modi's regime has not withdrawn the CAA/NRC.

In this context, a government-appointed-the Delhi Minorities Commission said in its report: "Mostly Muslims were killed in the worst communal violence in Delhi...against a new citizenship law in February, this year...the law was discriminatory...Muslim homes, shops and vehicles...mosques were selectively targeted." Thus, Hindu vandalism, particularly against the Muslims led by the Indian rulers converted India and IOK into concentration camps, erected by Hitler against Jews. In its latest report, titled "Indian Chronicles", the EU DisinfoLab unmasked an Indian disinformation network, operating since 2005 to discredit nations, particularly Pakistan. It aims to reinforce pro-Indian and anti-Pakistan and anti-Chinese feelings. In the recent past, Pakistan's Ambassador to the UN Munir Akram handed over to the UN Secretary-General Antonio Guterres a dossier on India's

campaign to promote terrorism in Pakistan by pointing out that it was violation of international law, the UN Charter and Security Council resolutions.

Earlier, at a joint press briefing and a joint press conference, Director General (DG) Inter-Services Public Relations (ISPR) Major-General Babar Iftikhar and Foreign Minister Shah Mahmood Qureshi said: "India is sponsoring terrorism from its soil and beyond Pakistan [Afghanistan]...as an instrument of its foreign policy...An amount of US\$5 million has been given to the Balochistan Liberation Army and the Balochistan Liberation Front...India raised a 700-strong militia to sabotage CPEC [China-Pakistan Economic Corridor]...India is aggressively pursuing clandestine agenda of destabilizing Pakistan."

RAW which is in collusion with Israeli Mossad and Afghanistan's intelligence agency National Directorate of Security has well-established its network in Afghanistan—has been fully assisting terror-activities in Pakistan's some areas through terrorist outfits like Jundullah and TTP, including their affiliated groups. RAW is also using terrorists of ISIS which claimed responsibility for a number of terrorism-related assaults in Pakistan and Afghanistan.

अर्को परिवर्तन हुन्छ, जनताबाटे निर्स्करण नेतृत्व



• राजन कार्की

rajan2012karki@yahoo.com

राजनीति भनेको हरेक विवादको निकास हो । संविधान भनेको विधि र प्रक्रिया हो । अनुशासन हो । भगडामात्र गर्ने राजनीति र विधि र प्रक्रिया निर्धारित गर्न नसक्ने संविधान हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ छैन ।

जुन देशमा लोकप्रतिको जिम्मेवारी र लोकलज्जा हुन्छ, त्यो देशमा संविधान नै चाहिन्न । जस्तो बैलायत । त्यहाँ लोकलज्जा र लोकतन्त्रप्रति जवाफदेहिता छ । नेपालमा लोकतन्त्र छ, लोकलज्जा छैन, जवाफदेहिता पनि छैन ।

यहीकारण हो, अराजक स्थितिको सिर्जना हुन्पुग्यो । सम्पूर्ण सवालको जवाफ अदालतसँग खोजे र अदालतलाई प्रभाव पार्न सडकमा जुलुस निकाल्ने काम भइरहेको छ । अदालतमा भागबण्डामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई उतारिएको छ । यसको अर्थ राजनीतिलाई अराजक बनाएर सत्ता आफ्नो पक्षमा पार्न प्रयास भइरहेको छ । यी परिदृश्यहरू भनेको संविधान असफल भएका क्रियाकलाप हुन् ।

हुन पनि आज सरकारप्रति विश्वास छैन । प्रतिपक्षी विश्वासिले हुनसकेको छैन । अदालतप्रति जनता निराश छैन ।

नागरिक समाज यही निराशलाई मलजल गरिरहेका छन् । लोकतन्त्रमा यस प्रकारको छाडातन्त्र हावी भएको छ प्रतिपक्षीहरूको आवाज सुनौ- अब ओली फालिन्छ, यो निरङ्गकूशलाई ढालिन्छ भनेको २ वर्ष भयो, अहिले पनि प्रचण्ड, माधव नेपाल, बाबुराम, उपेन्द्र यादवहरू भनिरहेका छन् । अफ यिनको टेको लगाएर काग्रेस सभापति शेरवहादुर देउवासमेत थपिएका छन् । तर यी नेता हुन् कि मानसिक सन्तुलन गुमाएका व्यक्ति हुन्, जो वर्षाइरहन्छन् । नतिजा केही दिन सक्वैनन् ।

राजनीति भनेको निकास दिने माध्यम हो, राजनीति आफैमा गुजुलिटिएको छ । ओली स्वेच्छाचारी बनेका छन्, उनलाई निरङ्गकूश भनिरहेका छन् । संविधानको माला जनेहरू संवैधानिक र राजनीतिक मर्यादामा आफै बसेका देखिदैनन् ।

मानसिक असन्तुलन भएकाले सडकमा देखाएको त्याङ्गफ्याङ्गे चालडाल जस्तो बनिसकेको संविधान यतिवेला अदालतको शरणमा पुगेको छ । संविधान भनेको अदालतबाहेक केही पनि बाँकी छैन । अदालत पनि कस्तो, यिनै राजनीतिक नेताहरूको भागबण्डामा नियुक्त भएका न्यायाधीशहरूलाई । जसलाई आफैनो स्वार्थ पूरा भएन भने भनेर दाढा किट्दै माझीघर मण्डलबाट भनेकै हुन् अफगानिस्तानमा जस्तो न्यायाधीशलाई धिसारेर त्याउन नपरोस ।

पूर्व न्यायाधीशहरूले पनि यही बोलीमा बल पुन्याउन बक्तव्य दिएकै हुन्, फेरि पनि दिएकै छन् । अर्थात् संविधान दुर्घटनाग्रस्त भइसक्यो । लोकतन्त्र कुहिएको फर्सीजस्तो अनुभूत भइरहेको छ । यो लथालिङ्ग अखस्थाबाट कसरी सम्हालिने, आजको प्रश्न यो हो । प्रचण्ड-माधव-देउवा-जनमोर्चा-उपेन्द्र समूह भछ- ओलीको निरङ्गकूशता फालिन्छ । ओली फालिए भने आउने कुन अग्रगमन हो ? उनै देउवा र प्रचण्ड माधवका नेता न हुन् । कुन नेता जनताले पर्याएका नेता हुन् ? कुन नेता लोकतन्त्रका होनहार छन् ? जनताले आश गर्ने र विश्वास गर्ने लायक कोही छैनन् भने ओली जानु र ओलीको ठाँमा अर्को व्यक्ति आउनुले जनतालाई के फरक पर्छ ?

आजको पहिले प्राथमिकता कोरोनाविरुद्धको युद्ध जित्नु र बचाउनु हो । सत्तामा जान लालायित कुन नेताले यस विषयमा बहस चलाएका छन्, प्रयास गरेका छन् ? छैनन् भने ओली फालिदैमा अथवा अर्को नेता सत्तामा जाँदैमा मृत्युको मुखबाट जनता कसरी बाँच सक्छन् ?

एकातिर भूकम्पबाट उठन नसकेका अर्के धेरै छन् । अर्कातिर कोरोनाले दपेटेर बाँचेकालाई पनि इन्तु न चिन्तु पारेको छ । त्यसमाथि बाढी पहिरोले पार्नु सखाप

देखिने नाडूगो सत्य भनेको नेपाल घरी घरी पहिरो गइरहने कृष्णभीर बन्यो ।

निरङ्गकूश पञ्चायतले उठाएको राष्ट्रको शीर भुक्यो । बहुदल र लोकतन्त्रले बनाउने नयाँ नेपाल, नौलो समृद्धि, समानता र विधिको शासन पनि समाप्त भयो ।

आज कतै विश्वास छैन । एकले अर्कोलाई शंकाको दृष्टिले हेर्छ । यसको कारण राज्य सञ्जाल लेनदेन र नातावादमा चलाले हो । जहाँ पनि नेताकै आफन्त चाहिने, नेताकै मान्छे हुनुपर्छ । यहाँसम्म

● ● ●

राजनीति भनेको निकास दिने माध्यम हो, राजनीति आफैमा गुजुलिटिएको छ । ओली स्वेच्छाचारी बनेका छन्, उनलाई निरङ्गकूश भनिरहेका छन् । संविधानको माला जान्नेहरू संवैधानिक र राजनीतिक मर्यादामा आफै बसेका देखिदैनन् ।

● ● ●

पारिसक्यो । यतिधेरै महाविपत भेलिरहेका जनतासँग उभिन न सरकार, न सांसद, न प्रतिपक्षी, न नागरिक समाज, न राजनीतिक कार्यकर्ता तैयार छन् भने यस्तो पनि संवैधानिक प्रणाली हुनसक्छ ? घाटे बैद्यको रूपमा अदालत छ । अदालतले एउटा पक्षलाई हराएर अर्को पक्षलाई जिताउँदा संविधानले कसरी जित्छ ? सामुहिक रूपमा आस्थाको लोकतन्त्रले कसरी जित्सक्छ ?

परिवर्तनकारी लम्पसार नै परे त । स्वदेशी शक्तिहरूमा भगडा, मुद्दा, मारामार, खुट्टा तानातान, विदेशी शक्ति यिनलाई उछाल पछार गरेर अभिष्ठ पूरा गर्न चलखेल गरिरहेका छन् ।

सकियो, नेपालको परराष्ट्रनीति सकियो । राजनीति सकियो । सांस्कृतिक र सामाजिक सद्भाव पनि सकियो । राष्ट्रवादी दूरवीन लगाएर जसले हेरे पनि

कि भूकम्पका बेलामा अभरमा परेका जनताले नेताको मुख ताङ्नुपन्यो । नेताका मान्छे, सत्तासीन दलका मान्छे भए जहाँ पनि सुविधा पाइने, अन्यथा उसले भोकै, उपचार नपाएर मर्नुपर्ने ।

कोरोनाकालमा त नेता र सरकारमा बस्नेको मान्छे नहुनाले धेरैले अकिसजन नपाएर श्वास रोकिएर मर्नुपयो । अस्पतालको बेड पाएनन, डाक्टरको मुख देख्न सकेनन् । लोकतन्त्रको साइन्योर्ड भुण्ड्याएको पद्धतिले मान्छेलाई सुविधाबाट बन्चित गरेर मान्यो । लोकतन्त्र संसारकै उत्कृष्ट व्यवस्था मानिन्छ । तर नेपालमा लोकतन्त्रस्तो निकृष्ट बन्नुपयो । व्यवस्था खराव होइन, व्यवस्थाका सञ्चालक नेतृत्वहरू तुहिएपछि, नैतिकीहीन बनेपछि त्यसको असर पद्धतिमा पर्नेरहेछ, पद्धति अफाप, असफल हुनेरहेछ । यतिबेला नेपालमा

सबैमन्दा अलोकप्रिय भनेकै लोकतन्त्र छ, लोक नेता संसद, लोकाका नागरिक समाज, लोकशासन बनेको छ ।

यसरी लोकतन्त्रका सामुहिकरु स्वार्थ र विदेशीका सामुहिक्यास परेकाले देशभक्तहरू उठनुपर्छ । देश भनेको जनता हुन् । जनतालाई बचाउन सकियो, जनतामा आडभरोसा दिन सकियो भने लोक बाँच्छन, लोकतन्त्र बाँच । यसकारण लोकतान्त्रिकताका लागि १५ वर्षदेखि जुन प्रकारको निषेध र विभेद गरिदै आएको छ, त्यसको अन्त गर्नुपर्छ । अन्त गर्न राष्ट्रिय शक्तिहरू उठनुपर्छ ।

विलप, बैद्यले पटक पटक भनिसकेका छन् देश संकटमा छ । देश बचाउन सकिन्छ भने राजतन्त्रलाई पनि साथ लिनुपर्छ । जोसँग जनताको साथ छ, त्यो राजनीतिक शक्ति हो । त्यस्तो राजनीतिक शक्ति बिना जनता बाँच सक्दैनन्, राष्ट्र बाँच सक्दैन । हो, राजतन्त्रवादी पनि शक्ति हुन् । पूर्वराजा सडकमा निरिक्यो कि राजा आउ देश बचाउ भन्ने तूलो जमान निस्कन्छ । तूलो जमातले आमसभा, जुल्स निकालेर राजतन्त्रको वकालत गरिरहेकै छन् । लोकतन्त्रमा आज कुनै शक्ति लोकप्रिय छ भने त्यो राजतन्त्रवादी शक्ति हो । त्यो शक्तिलाई किनारा लगाएर लोकतन्त्र नेपालमा सफल नहुने निश्चित भइसक्यो ।

८ वर्ष लगाएर लोकतन्त्रको संविधान लाईटी लगाएर इज्जत बचाइदिन पन्यो भनेर अदालत पुरोको छ । जनप्रतिनिधिहरूले नैतिकता गुमाए । संवैधानिक निकायहरू हाटबजारमा बिक्रीमा राखिएका हाँडाभाँडा बन्नपुग्यो । नचर्केको र नफुटेको कुनै दल छैनन् । हरेकलाई पार्टी र सत्तामा मुख्य पद चाहिएको छ । सुशासनको केही भक्त्या थिए, दुकी निभिसक्यो । एकप्रकारले लोकतान्त्रिक नेपाल अद्यकार बन्नुपयोको छ । अबको आशा भनेको सामुहिक प्रयत्नको हो । सामुहिक प्रयत्नका लागि सबै शक्तिहरूलाई एकीकृत पार्न सकिएन भने विश्वै ५ जेठोमध्येको राष्ट्र नेपाल अस्तित्वको संकटमा पर्ने निश्चित छ ।

प्रत्येक देशभक्तहरूको आवाज सुनेर उठ्ने समय मृत्युघटको आवाज सुनेर हुनेरहेछ ।

साल्ट ट्रेडिङ कंपनी लिमिटेड

द्वारा प्रवर्द्धित ग्राहक

तौल पूर्ण, सुरक्षा सम्पूर्ण

साल्ट ट्रेडिङ समूहका उत्कृष्ट खाद्य बस्तुहरू

पद्धत्यौ हामी बसीकन सँगै वेद, बाइबल, नमाज
पसेकेही नरपशुहरु ध्वस्त पारे समाज ।

मन्यौ ज्यूदै त्यो जस्ले बिर्सियो देशको माटो
बाँच्यो त्यो मररे पनि जस्ले सरिक्यो देशको माटो ।

कायर भरर पटक पटक मर्नुभन्दा
बहादर भरर एकै पटक मर्न सकौ।

- अमियानवाणी

अभियान

साप्ताहिक

सम्पादकीय

राजनितिक दल र असारे विकास

एकवर्ष अधिदेखि मुलुक कोरोना भाइरसबाट आक्रम भईरहेको बेला सरकारले कोरोना भाइरसको खोप न्याउने प्रयास गरिरहेको भएपनि अहिलेसम्म त्यो प्रयास पूर्ण रूपमा सफल हुन सकेको छैन । कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्न एक मात्र विकल्प खोप नै हो । विश्वका धेरै देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूलाई खोप लगाईरहेका छन् । तर गरिव मुलुकहरूले प्रयाप्त मात्रामा खोप पाउन सकेका छैनन् । आजसम्म कोरोना भाइरसको औषधी तिराप नभएको हुनाले खोप बाहेक अर्को विकल्प देखिएको छैन । नेपालमा समेत खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा जटिल समस्या नदेखिएको विकित्सकहरूले बताएका छन् । कोरोना भाइरसको दुवै खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा जटिल समस्या नदेखिएको र निधन हुनेको सङ्घा पनि न्यून रहेको छ । एउटै मात्र खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा समेत जटिल समस्या नदेखिएको र निधन हुनेको सङ्घा पनि न्यून देखिएकोले गर्दा खोप लगाउन बाबेक अर्को कर्तृ विकल्प देखिएको छैन ।

विश्वका सबै सरकारहरूको पहिलो कर्तव्य र दायित्व भनेको आफ्ना जनतालाई बचाउन हो । त्यही कारणले गर्दा धनी राष्ट्रहरूले आफ्ना जनतालाई दुवै खोप लगाउदै आएका भएपनि नेपाल जस्तो गरिव राष्ट्रले खोप नै पाउन सकेको छैन । नेपाल लगायतका अन्य गरिव राष्ट्रहरूलाई धनी राष्ट्रहरूले प्रयाण खोप दिन आशावासन दिएपनि व्यवहारमा त्यो नागू हुन नसकेका हुनाले गरिव राष्ट्रका जनताले अहिले सम्ममा दुवै खोप लगाउन पाएका छैन तँ भने अहिले नै एकत गर्न सक्ने अवस्था छैन । विभिन्न मुलुक र केही दातृ राष्ट्रहरूले दिएको खोपले मात्र नेपाली जनता लाई खोप लगाउन सकिने अवस्था नभएकाले गर्दा अब सरकारले खोप खरिद गरी आफ्ना जनतालाई लगाउन वाहेक सरकारसँग अर्को विकलप देखिएन । सरकारको पहिलो दायित्वलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले अब ब्रू विकास निर्माण कार्यलाई थाती राखेर भएपनि खोपको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ । विकास निर्माण भनेको जनताकै लागि हो । जनता नै नरहेको अवस्थामा किन र कस्का लागि विकास निर्माणका आवश्यकता हुँदै । त्यही कारणले गर्दा सरकारले अब खोप खरिद र आयातलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । विभिन्न मित्र राष्ट्र र दातृ निकायसँग समन्वयन गरेर अनुदानमा पाउने खोप ल्याउन सरकारले जति सक्दो छिटो पहल गर्न आवश्यक छ दातृ निकायहरूने अनुदानमा दिने खोपको भर नपरी सरकारले खोप उत्पादन कम्पनी र त्यहाल्का सरकारहरूसँग अनुरोध गरी जति सक्दो छिटो खोप खरिद गरेर सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई भरिसक्य दुवै डोज नभएपनि पहिलो डोज मात्र खोप लगाउन सकेको खण्डुमा थेरै नेपाली जनताको ज्यान बचाउन सकिन्छ । एक मात्र खोपको डोज लगाएका मानिसहरूमा समेत कोरोना भाइरसको निकै कम प्रभाव परेको हुनाले सरकारले जुनुसुकै सर्तमा पनि पहिलो खोपको डोज लगाउने व्यवस्था मिलाउन सक्नु पर्दछ ।

કોરોના ભાઈરસબાટ જનતા આક્રન્ત ભર્ઝરહેકો બેલા જેણ્કો અન્તિમમા મુલુકમા દૈવી વિપત્તી થપિએકો છ. વાઢી પહિરોલે ગર્ડ જનતામાથી પિડા માથી પિડા થપિએકો છ. વાઢી પહિરોલે સમ્મ સંબે ભન્દા બઢી ક્ષત્રી સિન્ધુપાલલોક જિલ્લામા ભએકો છ ભને અન્ય જિલ્લાહરુ સમેત પ્રભાવિત ભએકા છ્હ. મુલુકમા બલ્લ મનસુન સુર ભએકો છ. મનસુન સુર ભએકો દિન સિન્ધુપાલલોક જિલ્લામા વાઢી પહિરોલે વિતણ મચ્ચાએકો છ. વાઢી પહિરોલે તેપાલમા પ્રત્યેક વર્ષ વર્ષાયામમા ધેરે માનિસકો જ્યાન સમેત જાને ગરેકો ભએપણ સરકારલે બાઢી પહિરોલાઈ નિયન્ત્રણ ગર્ન પ્રભાવકારી કદમ સમેત ચાલ સકેકો છૈન. મુલુકમા સંધયતાકો પ્રવેશ ગરાઇએપણિ સ્થાનીય તહ્કા સરકારહરુલે ગર્ને કામ કારવાહિબાટ સમેત વાઢી પહિરો આઉને ક્રમલાઈ સહયોગ પુયા ઇઝેકો જસ્તો દેખિએકો છ. વિના સર્વ ગાઉં ગાઉં ર ટોલ ટોલમા ડોજર લગાએર બાટો નિમાણ ગર્ને ક્રમલે પ્રાય પ્રથમિકતા પાડુને ગરેકો ર સ્થાનીયહરુલે રામ્પેસેંગ અનુગમન ર નિરિક્ષણ ગર્ન તસ્કેકે કારણ ખોલામા સમેત ઘરહરુ નિમાણ ગરીએકા હુનાલે બાઢી પહરોબાટ ત્યાસ ઘરહરુ ર બાટોઘાટો ખોલાને બગાએકો છ. એક અર્થમા ભન્ને હો ભને ડોજરે વિકાસલે મુલુકમાં વિનાસ લ્યાએકો છ. માનવિય ગલ્લિકા કારણ બાઢી પહિરોલે અંબેકો ક્ષતિ પુયાઉડે આએપણિ ત્યસ તર્ફ કસેકો ધ્યાન નગાકાલે ગર્ડ વર્ષેની અંબે અંબેકો ક્ષતિ વ્યાહારું પરેકો છ. અહિલેકા સત્ય વાસ્તવિકતા ભનેકો યહિ હો. વિકાસસાંગે વિનાસ પણ આઉંચ ભને નેપાલી ઉદ્ઘાત અહિલે ટ્યાકે મિલેકો છ. વિકાસ સાંગે વિનાસ લ્યાઉને કામ માનવિય ગરિયિન્દ્રી કારણ આચ્છે હો જ્ઞાનેમા કાર્યક્રે રંજનું હતું સર્વેચૈત.

जनताले कोरोना भाइका हो भन्नमा कुनका दुभ्रमत हुन सदूचन। जनता पिडित बनेका छन्। बाढी पहिरोलाई कोही हवदसम्म नियन्त्रण गर्न सकिने भएपनि सरकारको गतिको मारमा जनता पर्ने गरेका छन्। भने राज्यको अबू रकम वालुवामा पाली हाले सरह हुने गरेको छ। त्यस्तो एउटै कारण हो असारे विकास नयाँ आर्थिक वर्ष लागेको बेला भन्दा ३/४ महिना अगाडीदेखि असारे विकास थालिन्छ। अह बेला निदाएर वस्ते सरकारी कम्चाराहीहरू कमीसनको तोभमा परेर असारे विकासलाई प्राथमिकता दिने गरेका र दैशाख, जेठ र असारमा अबू रकम खर्च गर्ने परम्परागतको विकास गरिएकोले गर्दा वाटी पहिरो र पानीवाट त्यस्तो असारे विकास ध्वस्त हुने गरेको छ। असारे विकासका लागि जेठ असारमा मात्र प्रत्येक दिन ३/४ अर्व स्पैया खर्च गर्ने गरिएको छ। असारे विकासका लागि राजनीति दल र तिनका कार्यकताहरूले असारे विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका हुनाले असारे विकासले प्राथमिकता पाउँदै आएको छ। कुनै सर्वेक्षण तै नगरी जनथाबाबी बाटाहरू निर्माण गर्ने र मोटो कमिसन हातपार्ने उद्देश्यले गर्दा असारे विकासका कार्यहरूलाई बन्द गरिनु आवश्यक छ। असारे विकासले मानवीय क्षति मात्र प्राप्तामात्रा दैन राज्यको दक्षिणी सम्पर्क व्यवस्था उत्तम बने गरेको छ।

पुण्यादेका छन् राज्यका दुकुटा समत ध्वस्त हैन गरका छ।
यसरी जनता दोहारो मारमा परिरहेको बेला राजनितिक दलहरू भने जसरी भएपनि सत्ता हत्याउने खेलमा सकृद भएका छन्। प्राय सबै राजनितिक दलहरूमा आत्मरिक विवाद उत्पन्न भएको छ। त्यही विवादका कारण सत्ताधारी दल नेकपा एमालको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ भने नेपाली काग्येस जनतासमाजवादी पार्टी समेत विवादको भुमरीमा परेका हुनाले त्यस्ता राजनितिक दलहरूले जनतालाई समस्या पर्दा जनताको घाउमा मलमध्दी लगाउन सकेका छैनन्। सरकार पनि सरकार बचाउन कै लागि सकृद भएको छ। राजनितिक दलहरू जनताको सेवाका लागि गठन भएका हुन भने उनिहरूले किन जनताको सेवालाई भन्ना सत्तालाई प्राथमिकता मा राखेर पार्टी र व्यक्तिगत स्वार्थ पुरा गर्न मान्त्र ध्यान दिएका छन्। को राजनितिक दलहरूको जनताप्राप्ति कुनै उत्तरदायित्व हुदैन। यदि उनिहरू जनताप्राप्ति उत्तरदायी हुन भन्ने उनिहरूले पहिला जनता समस्या समाधान गर्न तरफ अग्रसर हुनु पर्न हुन्छ भन्ने हामीले ठालेका छौ।

विनासकाले विपरीत वुद्धिमा दलहरू



• देवेन्द्र चुडाल

devendrachudal@gmail.com

दलहरु विरुद्धमा जित हुन्ने को लागि लोकतन्त्र
कै घातक सावित हुन् सकछ । तर काप्रेसले
त्यहीवाटे अवलम्बन गरेको हुनाले काप्रेस आलेखित
हुदै गएको छ । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भनेको
पारदर्शी व्यवस्था हो । लोकतन्त्रमा विधि विधान र
कानुनको शासन हुनु पर्दछ । कानुनलाई हातमा
लिएर गर्न शासनलाई कहिल्यै पनि लोकतान्त्रिक
व्यवस्था भन्न सकिदैन । तर पछिल्लो समयमा विधि
विधान र कानुनको शासनको खिल्ली उडाउने
काममा काप्रेसले सरकारलाई वाध्य पार्दै आएको
छ । सचैदानिक परिषद्को वैठकमा समेत काप्रेसले
भागवण्डाकै राजनितिलाई अगाडी बढाउदै आएको ।
राष्ट्र मान्य भन्ना हाष्ट्र मान्य लाई विभिन्न निकायमा
नियुक्ती गर्न काप्रेस सहमत भएको छ । सत्ताको
मतियार काप्रेस बनेको आरोप काप्रेस कै नेताहरूले
लगाउदै आएका भएपनि काप्रेस नेतृत्वले त्यसलाई
सुधार गर्न इच्छा नै नराखेको हुनाले ओली सरकारले
पनि त्यस्तै अलोकप्रिय कार्य गर्दै आएको छ ।

सत्ताधारीदल नेकपा एमाले र माओवार्दी केन्द्रको २०७५ साल जेष्ठ ३ गते एकीकरण भए नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी गठन भएको थियो हताहतारमा अप्राकृतिक रूपले दुई पार्टी एकीकरण गरिएको हुनाले त्यसले पार्टीको आकार लिन नसक्दै पार्टीको दर्ता नै सर्वोच्च अदालतले खारेज गरि दिएको थियो । तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुदा नै त्यहा भित्र समस्या देखिएका थिए पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी ओली र पुष्टकमल दाहाल विचको तितकाले गर्दा नै समस्या उत्पन्न भएको थियो । पार्टीको नेता माधव नेपालले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी हुदैको समयमा आफ्झो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भन्दा पुष्टकमल दाहाललाई

अध्यक्ष कर्मा जाललग्न नापा पुष्पकमल दाहालग्न प्राथमिकतामा राखेर उनी अगाडी वढ्ने प्रयास गरेका थिए । माधव नेपाल र प्रधानमन्त्री केर्पे ओली बिचमा कहिलै राम्रो सम्बन्ध हुन नसकेको र त्यसैको फाइदा उठाउने रणनितिमा माधव नेपाललाई प्रयोग गर्न दाहाल सफल भएका थिए पछिल्लो समयमा माधव नेपाल संकटमा परेका छन् । पार्टी अध्यक्ष ओली सँग सम्बन्धमा सुधार आउन नसकेका वेला २०७७ पुष ५ गते पहिले पटक प्रधानमन्त्री ओलीले संसद नै विघटन गर्ने निर्वाचन घोषणा गरेपछि माधव नेपाल समुप पुष्कमल दाहालको शरणमा पुगेका थिए दाहाल नेपालले सडकबाटै माधव नेपाललाई पार्टी अध्यक्षको घोषणा गर्दै ओलीलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेपछि ओली नेपाल विचको सम्बन्ध अभ जटिल अवस्थामा पुगेकै वेला अदालतले प्रतिनिधि सभालाई पुनर्स्थापना गरी दिएपनि उनीहरू बीचको सम्बन्धमा सुधार आउन सकेको छैन । माधव नेपाल समुह दाहालको पहलमा पूर्व रूपमा फर्सी सकेका हुनाले तत्काल नेकपा एमाले एकजुट हुन्न सक्ने सम्भावना टाढिदै गएको छ । पार्टी भीत्रको आन्तरिक द्वन्द्वले गर्दा नेकपा एमालेका नेताहरूले नेतृत्व गरेका प्रदेशका सरकारहरू समेत संकटमा परेका छन् भन्ने गण्डकी प्रदेशमा नेकपा एमाले नेतृत्वका सरकार विस्थापित भएर नेपाली काग्रेसको देवताले सरकार निर्माण भाग्नेछ ।

राजनितिक दलहरू भित्रको आन्तरिक द्वन्द्व अर्कमण्यताले गर्दा जनताले सरकारबाट पाउनुपर्ने देखिए थाएँ तरीको देखिए थाएँ ।

सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन् । दलहरू
मित्रका आन्तरिक विषयमा पनि दिनप्रतिदिन
अदालतमा मुद्दा परिरहेका छन् । लोकतान्त्रिक
व्यवस्थामा यो दुर्भाग्यको विषय हो । दलगत र
व्यक्तिगत स्वार्थलाई हेरेर कतिपय निर्णयहरू
गरिएका छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा जनताको
स्वार्थलाई हेरिनु पहिलो आवश्यकता हो । तर
हामीकैँहा भने ठीक उल्टो भएको छ । लोकतन्त्रका
लागि लडेका भनिएका दलहरू अहिले आफे मित्र
लडिरहेका छन् । एकले अर्कालाई विश्वास गन्ह
सकिरहेका छैनन् भने एकले अर्कालाई आरोप
प्रत्यारोप लगाउँदै जनतालाई रमाईलो देखाइरहेका
छन् । लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको यहि हो त ?
लोकतन्त्रका मुल्य मान्यतालाई ध्वस्त पार्दै पार्टी
र व्यक्तिगत स्वार्थलाई देखिएको अवस्थामा जनता
भने ढुलुढुलु हेरेर बस्न बाध्य भएका छन् । २०७५
सालमा गएको भुकम्पले गर्दा पिडित जनताले
मुक्ति नपाउदै कोमिड-९१ (कोरोना) भाइरसले गद

जनता पिंडित भएका छन् । अहिले सम्म भण्डै १०० जनाको ज्यान गईसकेको छ भने ६ लाख भन्दा बढी जनता संक्रमित भएका छन् । ठीक त्यही वेला गएको वाढी पहिरोबाट जनतामाथि अर्को संकट थपिएको छ । तर जनताका सेवाका लागि गठन भएका भनिएका राजनितिक दलहरू भने आ-आफ्नै पार्टी भित्रका आन्तरिक द्वन्द्वमा फसेका हुनाले राजनितिक दलहरू प्रति जनता आक्रोशित भएका छन् । सरकार एकलैले केही गर्न सक्दैन सबै राजनितिक दलहरूले सरकारका राम्रा कामलाई समर्थन गर्दै जनताका हित विपरितका कुनै निर्णय नर्गन सरकारलाई दवाव दिनुपर्ने बेलामा राजनितिक दलहरू आफ्नै पार्टीका नेताहरूका विरुद्ध लडिरहेका हुनाले के अब पनि यिनै राजनितिक दलहरूलाई जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्था रहला त भन्ने प्रश्न समेत उठन थालेका छन् ।

पहिले संविधानसभाको निर्वाचन सर्वैमन्दा ठूलो पाटी बनेको माओवादी संविधानसभाको दोश्रो निर्वाचनमा आईपुग्दा तेश्रो ठूलो पार्टीमा रहन वाध्य भयो । त्यसी कारणले गर्दा पुष्पकमल दाहाल २०७५ मा नेकपा एमालेसंग पार्टी एकिकरण गर्न सहमत भएका थिए । उनको चाहना भनेको ठूलो कम्युनिष्ट पार्टीको नेता र प्रधानमन्त्री बन्ने आकलन उनले गरेका थिए । त्यसी कारण पार्टी एकीकरण पश्चात् पार्टीका दुवै अध्यक्ष ओली र दाहालले मात्र सहमति गरेर निर्णय गर्ने गरेका थिए । नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रियो एकतापछि पार्टीका दुवै अध्यक्षले माधव नेपाललाई खासै महत्व दिएका थिएनन् । त्यसबेला पनि माधव नेपाल निर्णयक अवस्थामै थिए । दुई अध्यक्ष मिलेर गरेका निर्णयहरू स्थीकार गर्न सबै वाय्य हुन्छन् भन्ने मात ओली दाहाललाई जागेका थियो । हामी दुई मिलेपछि सकिहाल्यो नै हामी मिलेपछि मज्जाले शासन गर्न सक्छौ भन्ने लागेको थियो । तर भिरभित्रै दाहालले अकै षड् यन्त्र गरिरहेका थिए । उनीहस्तो मुख मिलेपनि मन

मिलेको थिएन। दाहाललाई तत्काल प्रधानमन्त्री बन्ने रहर जागेको थियो तर त्यसबेला सम्भव देखिएको थिएन। त्यसैले उनले भित्रभित्रै माधव नेपाललाई प्रयोग गरी रहेका थिए। त्यसैबेला नेपाल कम्पुनिष्ट पार्टी हुदाकै बखतमा पनि एकता भन्दा बढी सर्धप बढीरहेको थियो। पार्टीभित्रको आन्तरिक दृम्भ व्यवस्थापन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुष ५ गते प्रतिनिधिसभा नै विघटन गरीदिए सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनलाई बदर गरीदियो। अदालतको फैसालापछि नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र अलग अलग अस्तित्वमा आउन वाध्यभएपनि माधव नेपाल पक्ष भन्ने अहिलेसम्म पनि नेकपा एमालै रहने कि, नयाँ पार्टी गठन गर्ने कि, दाहाललाई शास्त्रात्मक भन्ने भन्नेपार्टी दरिखाई परेका छन्।

दाहाल्को शरणमा जान भन्नमा द्रुवधाम रहको छन् । पछिल्लो समयमा माधव नेपाल संकटमा पर्दै गएका छन् । उनले आँखुँले निर्माण गरेको नेकपा एमाले छोडन उनलाई त्यति सहज छैन आफ्नो समुहलाई माओवादीसँग एकता गर्न पनि त्यति सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटन पश्चात काग्रेसको नेतृत्वमा बनेको गठबन्धनमा माधव समुह गएको भएपनि त्यस्को विरोध हुँदै आएको छ । काग्रेसको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, माधव नेपाल समुह र उपेन्द्र यादव पक्षको समुह रहेका र सो गठबन्धले आउदो निर्णयमा समेत गठबन्धन गरेर नै अधि बढ्नुपर्ने निर्णय गरेका भएपनि काग्रेसले आउदो निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीले कसैसँग गठबन्धन नगर्न बताएपछि माधव समूहलाई अर्को भड्का लागेको छ भन्ने उक्त समुहमा रहेका केही नेताहरूले पार्टी अध्यक्ष ओली माधव नेपालको माग अनुसार नै पार्टीलाई २०५४ जेष्ठ २ गते अधि कै अवस्थामा फर्काउन तयार भएपछि अब पार्टीलाई एकीकृत गर्नुपर्ने भन्नै माधव नेपालले नयाँ पार्टी गठन गरेको वा माओवादी केन्द्रसँग गठबन्धन गरेको अवस्थामा समेत आफुहरूले माधव नेपाललाई साथ दिन नसक्ने बताएपछि उनीहरू समस्यामा परेका छन् । आफ्नै समुहका नेताहरू प्राय हरेक दिन ओली पक्षसँग वार्ता गरिरहेका र वार्ताले सकारात्मक रूप लिएको र केही दिन पछि त्यसका पालाए पक्ष द्वारा उत्तरोपेक्षा परेको पालाए

ने नकपा एमाले एक हुने उद्घाष गरपाए माधव नेपाललाई संकट बढेको छ ।

नेपालमा राजनितिक दलहरू विभाजनको लागि कुनै सैद्धान्तिक मतभेद आवश्यकता पर्दैन, व्यक्तिगत स्वार्थको कारण पार्टीमा विभाजित हुदै आएका छन् । केपी ओली र माधव नेपालबीचको सम्बन्ध पनि सैद्धान्तिक नभएर व्यक्तिगत इगो नै हो । माधव समुहका लागि अब तिनै वटा बाटाहरू मात्र खुल्ला रहेका छन् । पहिला नेकपा एमालैमै फर्किन दोस्रो नयाँ पार्टी गठन गर्न र अन्तिम भनेको आफ्ना समुहलाई माओवादी केन्द्रसँग एकता गर्न यी वाहेक माधव नेपालसँग अरु विकल्प देखिएको छैन केन्द्रमा देखिएको विवाद प्रदेशसभा हुदै जिल्ला र गाँउ तहसम्म पुगेपछि अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताहरू पार्टी एकताको पक्षमा भएका हुनाले गर्दा वाग्मिति प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश न. १ मा नेकपा एमाले एक जुट भएको र माधव पक्षमा खुलेर सरकारको पक्षमा लागेकाले गर्दा नेता तथा कार्यकर्ताहरू नेकपा एमालैमै रहने भएकाले गर्दा पार्टी विभाजन गराउन पनि माधव नेपाललाई फलामको च्यारा चपाउनु सरह भएको छ ।

संविधान किन सिनो गनाएजस्तो गनायो

सोमत घिमिरे

हामीले ६ वर्षभित्रमा दुईवटा महामारी व्याहोन्यां-भूकम्प र कोभिड-१९। भूकम्प जाँदा मुलुकमा संघीयता थिएन, राजनीतिक तरलता थियो। अहिले राजनीति फेरिएको छ। संघीयता छ, तीन तहका सरकार छन्। तर, प्रश्न कोभिड महामारीसँग जुधन हामीले काति संघीयताको आत्मसात् गर्याँ? वा केन्द्रीयताको ढाँचाभित्र रहेर कोभिडसँग लड्याँ भन्ने हो। संघीयतामा एउटा स्थापित मान्यता के हो भने संघीय प्रणालीले महामारीसँग लड्नु सजिलो बनाउँछ। स्थानीय सरकार जनताको नजिक हुन्छ। बास्तविकता थाहा हुन्छ। कम खर्च र कम फन्फटमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। व्यापक स्थमा स्वयंसेवीहरू परिचालन गर्न सकिन्छ। महामारीसँग लड्न सरकार चुस्तदुरुस्त त चाहियो। तर, सरकार एकले लड्न सक्दैन। सरकारले सामुदायिक सहयोग लिन सक्नुपर्छ। सरकारसँग सामुदायिक स्वयंसेवीको सहयोग लिने मान्यता र रणनीति हुनुपर्छ।

भूकम्पपछिको एउटा अध्ययनले भूकम्पको उद्धारका क्रममा ९० प्रतिशत सामुदायिक सक्रियता बाँकी १० प्रतिशत सेना, प्रहरी, सरकारी संयन्त्र र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससले गरेको देखाएको थियो। खालि के मात्र हो भने समुदायले गरेको योगदानको प्रचार हुँदैन। अरु संघसंस्थाले तामफाम र प्रचार गर्न सक्छन, त्यसो भएकाले देखिन्छ। ९० प्रतिशत समुदायले गरेको उद्धार कुनै खर्चमा भएको होइन। तर, अरु संघाले गरेको उद्धारका नाममा धेरै धनराशी खर्च भएको छ। कम खर्चमा कम फन्फटिलो तरिकाले समुदायसँगको सहकार्यमा महामारीसँग लड्न सकिन्छ भने तथ्यलाई नेपालको भूकम्पको प्रकोपले पनि पुष्टि गरेको छ। भूकम्पको वेला पनि सामुदायिक सहयोग र रणनीति आत्मसात् गरेको थिएन, तर सामुदायिक सहभागिता अतुल्यीय रह्यो।

तर, हामी यति जब्बर र केन्द्रीयतामा आधारित छौं, तीनै तहको चुनाव भइसकेपछि पनि भूकम्पको व्यवस्थापन गर्न बनेको प्राधिकरणले समेत संघीयता आत्मसात् गर्न सकेन। स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्न सकेन। यही कारण भूकम्पको ६० प्रतिशतभन्दा बढी काम अहिले पनि भएको छैन। यो संरचनागत त्रुटिको परिणाम हो। केन्द्रीय मानसिकताको उपज हो। संघीयतालाई आत्मसात् नगर्दाको परिणाम हो। भूकम्प पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यशैलीलाई हेर्दा मुलुकमा संघीयता आएको थाहा नै छैन।

फेरि पनि प्रश्न कोरोनासँगको लडाइ संघीयताको लयमा मिल्यो कि मिलेन भन्ने नै हो। महामारी नियन्त्रण गर्न विषय ठाडो राजनीतिसँग जोडिएको हुन्छ। राज्य संरचनासँग गाँसिएको हुन्छ। महामारीका वेला प्रदेश सरकारले के गरे? के गरिनुपर्यो? प्रदेश सरकारको औचित्य कहाँनेर साबित भयो? विश्लेषणमक स्थमा खोज्ने हो भने भेटिन गाहो छ। संघीयतामा प्रदेशको औचित्य विधितालाई सम्बोधन गर्न हो। विधिता भनेको भाषा, संस्कृति, खानपान, अर्थप्रणालीमा होइन, त्यता त सिन्को भाँचिएको छैन, त्यो बेग्लै बहसको विषय हो। यसले कोभिडको विधितालाई पनि बुझन सकेन। प्रत्येक प्रदेशमा कोभिड फैलिनुको कारण बेग्लै हुन सक्छ। स्वास्थ्य संरचनाको हालत बेग्लै हुन सक्छ। रोकथामका उपाय बेग्लै हुन सक्छन्। रोकथाममा औषधी विज्ञानबाहेकका उपाय बेग्लै हुन सक्छन्। तर, प्रदेशले त्यता विचार पुऱ्याउने सकेन। माझलो सिंहदरबार वा फोटोकपी सिंहदरबार जस्तो मात्र बच्यो। महामारीकै सन्दर्भमा प्रादेशिक विधिता र संरचनाहरूको व्यवस्थापन गर्न सेवानिक स्थमा नै प्रदेश सरकार चुक्यो।

प्रदेशले अरु धेरै गर्न त सकेन सकेन, तर अचम्म स्थानीय सरकारलाई सहजीकरण पनि गर्न सकेन। स्थानीय सरकार कोभिडसँग सकी-नसकी लड्यो। तर, उससँग महामारीसँग लड्न काम लाग्ने संरचना थिएन। दक्ष जनशक्ति थिएन र आवश्यक स्रोत पनि थिएन। तर, हामीले संघीयतालाई खुम्च्यार्याँ र कोभिडलाई फैलार्याँ। संघीयता खोपीको देउताजस्तो भयो। औपचारिक जस्तो मात्र भयो। सबै कार्यशैली केन्द्रीयताबाट निर्वैशित भयो। केन्द्रीयताले महामारी नियन्त्रण गर्न सक्वैनयो भन्ने सेवानिक मान्यतालाई नेपालको महामारीले पनि पुष्टि गर्यो।

त्यसका तत्काल काम गरेर बाँकी काम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई सहजीकरण गर्नुपर्यो। केन्द्रको अर्को काम महामारीकै सन्दर्भमा को वैदेशिक सन्दर्भ हो। अहिले हाम्रो सम्बन्धमा संघीयतालाई कोभिडविरुद्धको लडाइमा फराकिलो बनाउन थियो। तर, हामीले संघीयतालाई खुम्च्यार्याँ र कोभिडलाई फैलार्याँ। संघीयता खोपीको देउताजस्तो भयो। औपचारिक जस्तो मात्र भयो। सबै कार्यशैली केन्द्रीयताबाट निर्वैशित भयो। केन्द्रीयताले महामारी नियन्त्रण गर्न सक्वैनयो भन्ने सेवानिक मान्यतालाई नेपालको महामारीले पनि पुष्टि गर्यो।

समुदाय र नागरिकले ठाडै नै पाएनन्। जसले कोभिडविरुद्धको लडाइमा राज्य एकलै भयो। अर्भ धेरै सन्दर्भमा त केन्द्र एकलै देखियो। संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन। त्यो अवधारणालाई आत्मसातै गरेन। अर्थात् संघीयताको साइनबोर्डमुनि हुकुमप्रमाणीले शासन चलाउन खोज्यो। महामारीले हुकुम सुन्दरै र हुकुमलाई टेर्दैन भन्ने सिंहदरबारभित्र सिंहासनमा बर्नेहरूले बुझैनन्। राजनीतिक तारतम्य नमिलाई गरिएको हुकुमले महामारी नियन्त्रण हुँदैनयो, भएन। कि हुकुम कि अवैज्ञानिक गफबाहेक अरु धेरै गरेन

विपक्षको लडाइमा सामुदायिक परिचालन अहिले पनि भरपर्दो माध्यम हो।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाहिने शासकीय रित्रता र मानवीय स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्ने तरिका नै जानेन।

महामारीविरुद्ध जुन अर्को चाह

कोरोनाविरुद्ध निर्णयिक लडाइँमा भारतको सहयोग

— निमिष भा

विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमण निको पार्न लागि अहिलेसम्म कुनै 'विशिष्ट' ओषधि फेला परेको छैन । त्यसैगरी कोरोनाविरुद्धको एकमात्र आशाको रूपमा विश्वभर विकास भइरहेका खोपहरूलाई लिइएको छ । सन् २०१९ को डिसेम्बर अन्तिमबाट सुरु भएको कोरोनाले एक वर्षमा नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन । संक्रमण थप फैलिए गएको छ भने स्वास्थ्य प्रणालीलाई कमजोर बनाइरहेको छ ।

यहि सन्दर्भमा भारतले छिमीको मित्र राष्ट्रहरू नेपालसहित अफगानिस्तान, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिव्स र मौरिसस लाई १० मिलियन डोज खोप कोरोना खोप उपलब्ध गराएको छ । भारतले नेपाललाई १० लाख डोज कोरोना खोप पनि निःशुल्क उपलब्ध गराएको छ । भारतीय केन्द्रीय स्वास्थ्य समितिले नेपाल र भुटानलाई कोरोना विरुद्धको खोप उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो । भुटानका प्रधानमन्त्री लोते छिरिडले ट्र्वीट गर्दै भारतले भुटानलाई कोरोनाको खोप उपलब्ध गराउने लागेको उल्लेख गरेका छन् ।

बंगलादेशले भने २ करोड डोज खोप पाउने छ । भारतको सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले निर्माण गरेको कोभिसिल्ड र भारत बायोटेक इन्टरनेशनलले निर्माण गरेको कोभिसिसन खोप भारतले यी राष्ट्रलाई दिन लागेको हो । सेरमले १ करोड ९० लाख डोज कोभिशिल्ड खोप भारत सरकारलाई विशेष मूल्य अर्थात प्रति डोज ३२० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ, जुन डलरमा औसतमा प्रति डोज ३ डलर हो । त्यस्तै भारत बायोटेकले १ करोड ६५ लाख डोज अनुदान र ३ करोड ८५ लाख डोज विशेष मूल्य अर्थात प्रति डोज ४८० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएको छ ।

भारतमा कोरोना भाइरसविरुद्ध खोप अभियानको माघ ३ देखि सुरु भएको छ । विश्वव्यापी महामारीको रूप लिएको कोरोनाविरुद्धको खोप अभियानको भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेका हुन् । भारतको खोप अभियान कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निर्णयिक चरण मानिएको छ । खोप अभियानसँगै भारत कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा निर्णयिक चरणमा प्रवेश गरेको छ भने उसले यस अभियानमा छिमेकी देशहरूलाई पनि समेटेको छ । भारतले आगामी जुलाईमित्रमा ३० करोड नागरिकलाई खोप दिने लक्ष्य बनाएको छ । पहिले चरणमा भने करिब ३ करोडलाई निःशुल्क खोप दिने घोषणा यसअधि गरिएको छ । त्यही पहिलो चरणअन्तर्गत खोप लगाउन थालिएको हो ।

नेपाल-भारत पराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयुक्त आयोग बैठकमा पनि खोपको विषयमा छलफल भएको थियो । साथै त्यसअधिको पराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्वाली र उनका समकक्षी एस जयशंकरबीचको भेटवाटीमा पनि नेपाललाई चाँडै खोप उपलब्ध गराउने विषयमा छलफल भएको थियो । ती छलफलमा नेपालले कोरोना खोपको आपूर्तिलाई सहज बनाइदिन अनुरोध गरेअनुसार भारतले नेपाललाई खोप उपलब्ध गराएको हो । खुल्ला सीमाना र निकै नजिकाको सम्बन्ध भएकाले पनि भारतले नेपाललाई भ्याक्सिसन प्रदान गरेको हो ।

भारतले खोप वितरणमा पाँचवटा मोडल तयार गरेका छन् । जसमा पहिलो मोडलमा नजिकाका छिमेकीहरू अफगानिस्तान र सार्क मुलुकहरूलाई निःशुल्क वितरण गर्ने जनाएको छ । यसमा पाकिस्तानलाई भने खोप उपलब्ध नगराउने विषयमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । पाकिस्तानलाई चीनले खोप दिने भएका कारण भारतले नदिने विषयमा छलफल भइरहेको बताइएको छ । दोस्रोमा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा विश्वका अन्य गरिब मुलुकहरूलाई ठूलो अनुदान दिएर वितरण गरिनेछ । भारतको यस योजनाबाट अधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

तेस्रोमा भारतबाट खोप लिन चाहने केही सम्पन्न मुलुकहरूले बजार मूल्यमा खोप प्राप्त गर्नेछन् । चौथोमा भारतले तेस्रो चरणमा केही मुलुकहरूमा परीक्षणमा सहभागी गराउने र ती मुलुकहरूलाई केही डोज निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ । र पाँचौमा भारतले दुई खोपको सहउत्पादनको लागि केही देशहरूलाई अवसर प्रदान गर्न सक्ने जनाइएको छ । जसले गर्दा खोप उपलब्ध गराएको हो । गत मार्चमा भारतमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले महामारीविरुद्ध लडन सामूहिक क्षेत्रीय प्रयोगसाथ आवान गरेका थिए । सार्क राष्ट्रका प्रमुखहरूसहितको भिडियो कन्फरेन्सको आयोजना गरी महामारीविरुद्ध लडन साभा रणनीति बनाइनुका साथै कोमिड-१९ सँग लडन संयुक्त 'आपत्कालीन कोष' को स्थापना गरियो । यसका साथै सदस्यराष्ट्रहरूमा महामारीविरुद्ध लडन आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सामग्री एवं उपकरणहरूको खरिद र आपूर्तिमा सहयोग गरियो । यसको स्थापनासँगै, सो फोरमले सार्क क्षेत्रका एवं विविध मेडिकल, फर्मस्युटिकल्स, विलनिकल ट्रायल, व्यापार तथा अर्थतन्त्र क्षेत्रका विज्ञाहरू फिकाई विविध अन्तर्रक्षियामा सहजीकरण गरेको छ ।

खुला सिमानाका कारण कायम रहेको दुई देशको जनस्तरीय सम्बन्ध र सदियो पुरानो नाता रहेको नजिकाको छिमेकी भएको हैसियतले पनि स्वाभाविक रूपले नेपाल भारतको 'छिमेकी पहिलो' नीतिको अग्रपंक्ति र कोमिड-१९ विरुद्ध खोप अभियानको प्राथमिक हिस्सेदारका रूपमा रहेको छ । भारतले नेपाललाई निरन्तर कोरोनासम्बन्धी आवश्यक सहयोग गरिरहेको छ ।

अभियानको पहिलो चरणमा महामारीका वेला फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र शवबाहनका चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जेलमा रहेका व्यक्ति र उनीहरूको सुरक्षापा खटिएका सुरक्षाकर्मी, एयरपोर्ट र नाकामा काम गर्ने कर्मचारी र त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाउन थालिएको हो ।

हो । भारतले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 'कोभिसिल्ड' खोप अक्सफोर्ड/एस्ट्राजेने काले विकास गरेपछि सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरेको हो । यो भ्याक्सिसन भारतमा मात्रै होइन, अन्य धेरै देशमा पनि आकस्मिक प्रयोगमा रहेको छ । यो बहुराष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेको परीक्षणको थर्ड फेज पार गरिसकेको भ्याक्सिसन हो । फेरि यही कम्पनीले विश्वका ६० भन्दा बढी देशमा भ्याक्सिसन सलाई गरिरहेको छ, त्यसैले पनि सुरक्षित छ ।

सरकारले पहिले चरणमा कुल जनस्तरीयाको तीन प्रतिशत अर्थात् नौ लाख ११ हजार जनस्तरीयालाई खोप लगाउने योजना बनाएको थियो । तर, सरकारसँग अहिले भारतबाट अनुदानमा पाएको एक लाख भायल खोप मात्रै छ । त्यसैले अहिले करिब साडे चार लाखले मात्रै खोप पाउने सुनिश्चित छ । भारतले दिएको यो नेपाल र भारतबीचको अनुपम उदाहरण हो ।

खोप आउनु भनेको नेपाली जनता पहिलो प्राथमिकतामा पर्नु, दुई देशको मित्रता प्राथमिकतामा पर्नु हो र छिमेकीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नु पनि हो । भारतको कोभिडिविरुद्धको खोप उत्पादन दिएर वितरण गरिनेछ । भारतको यस योजनाबाट अधिकांश अफ्रिकी मुलुकहरू लाभान्वित हुनेछन् ।

भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख कोरोना खोपबाट नेपालले कोभिड परीक्षण सुरु भएको ठीक एक वर्षपछि कोमिड-१९ विरुद्धको खोप अभियान गरेको छ । देशभैरिका खोप केन्द्र रहेका अस्पतालहरूले खोप अभियान सुरु भएको हो । सरकारले अनुदानमा उपलब्ध गराएको 'कोभिसिल्ड' खोप लगाउन सुरक्षित छ ।

अभियानको पहिलो चरणमा महामारीका वेला फ्रन्टलाइनमा खटिएर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स र शवबाहनका चालक, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका, जेलमा रहेका व्यक्ति र उनीहरूको सुरक्षापा खटिएका सुरक्षाकर्मी, एयरपोर्ट र नाकामा काम गर्ने कर्मचारी र त्यहाँ खटिएका सुरक्षाकर्मीलाई खोप लगाउन थालिएको हो ।

(मधेश दर्पण फिचर सेवा)

खेलकुद

युरोकप समूह चरणको प्रतिस्पर्धा
सर्कियो, प्रिक्वार्टरका १६ टोलीको टुंगो

युरोकप २०२० अन्तर्गत समूहगत चरणको प्रतिस्पर्धा सर्कियो छ । बुधबार भएको समूह एफको अन्तिम चरणको खेलसँगै प्रतियोगिताको समूहगत चरणको खेल टुंगिएको हो । यसराँगै प्रतियोगिताको प्रिक्वार्टरफाइनल चरणमा पुग्ने १६ टोलीको टुंगो लागेको छ । समूहगत चरणको अन्तिम खेलपछि जर्मनी र पोर्चुगलले अन्तिम १६ मा स्थान सुरक्षित गरेका छन् । समूह एफको अन्तिम चरणको दुवै खेल बाबरीमा रोकियो ।

हंगेरीको बुडापेस्टमा भएको खेलमा फ्रान्स र पोर्चुगल तथा भ्युनिखमा भएको खेलमा जर्मनी र हंगेरीले समान २-२ गोलको बराबरी खेले । यो नतिजापछि यसअधि नै प्रिक्वार्टरफाइनल चरणको यात्रा निश्चित गरिसकेको फ्रान्स समूह एफको विजेता टोली बन्नो भने जर्मनीले उपविजेताको रूपमा अधिल्लो चरणमा प्रवेश पायो । पोर्चुगल भने समूहको तेस्रो स्थानमा रहेका अन्य पाँच समूहका टोलीमध्ये उत्कृष्ट चारभित्र रहेकै प्रतियोगिताको अन्तिम १६ मा पुगेको हो ।

समूह एफको नतिजापछि समूह सीको तेस्रो स्थानमा रहेको युक्तेनले पनि प्रतियोगिताको नकारात्मक चरणमा प्रवेश पाएको छ । आयोजक युरोपेली फुटबल महासंघ (युएफए)का अनुसार ६ समूहको तेस्रो स्थानमा रहेका टोलीमध्ये पनि उत्कृष्ट चारभित्र परेका टोलीले नकारात्मक चरणमा प्रवेश पाउनेछन् । यसरी तेस्रो स्थानमा रहेका पनि प्रतियोगिताको अधिल्लो चरणको यात्रा तय

● लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न सहरमा नेपाल टेलिकमको एनटी टिभी सेवा

नेपाल टेलिकम प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवाले लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा एफटिटिएचमार्फत आइपी टिभी सेवा सञ्चालनमा त्याएको छ। कम्पनीले एनटी टिभी ब्रान्डको यो सेवा पहिलो चरणमा भैरहवा, बुटवल, तानसेन, तम्पास, सन्धिखर्क, परासी र तैलिहवालगायतका स्थानमा वितरण सुरु गरेको हो।

प्रादेशिक निर्देशनालय भैरहवाला निर्देशक भवित्र उपाध्यायले आगामी दिनमा निर्देशनालयमातहतका सबै क्षेत्रमा यो सेवाका विस्तार गर्न तयारी भइरहेको बताए। टेलिकमले एफटिटिएच सेवाबाट हालसम्म भ्वाइस सेवा र डाटा सेवा उपलब्ध गराइहेकोमा एनटी टिभी सेवा पनि उपलब्ध गराएप्शनात 'ट्रिपल प्ल्स'को अवधारणा कार्यान्वयनमा आउने भएको कम्पनीले जनाएको छ।

हाल वितरित एनटी टिभी सेवामा देशका राष्ट्रिय प्रसारण र क्षेत्रीय प्रसारणका सबै टेलिभिजन च्यानलहरू उपलब्ध रहेका छन्। यसका साथै नेपालमा उपलब्ध र हेरिने प्रायः सबै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू ग्राहकलाई उपलब्ध हुने कम्पनीले जनाएको छ।

हाल कम्पनीले बेसिक र प्रिमियम गरी दुई प्लाकेजमा एनटी टिभी सेवा उपलब्ध गराइहेको जनाएको छ। बेसिकमा १ सय २ टेलिभिजन च्यानलहरू र प्रिमियममा १ सय ८५ टेलिभिजन च्यानलहरू हेर्न सकिने टेलिकमले जनाएको छ। यो सेवा काठमाडौं उपत्यकाका साथै बनेपा र चितवनमा पनि उपलब्ध रहेको जनाइएको छ।

● आइएमई लाइफलाई आइपिओ निष्कासनका लागि ट्रिपल बी रेटिङ

आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आइपिओ निष्कासनका लागि 'केयरएनपी ट्रिपल बी' रेटिङ प्राप्त गरेको छ। समयमा नै वितीय दायित्व पूरा गर्न सक्षम रहेको मध्यमस्तरको सुरक्षित कम्पनी जनाउँदै रेटिङ एजेन्सी केयर नेपालले ट्रिपल बी रेटिङ दिएको हो।

कम्पनीले ६० करोड रुपैयाँको प्राथमिक सेयर निष्कासनका लागि रेटिङ गराएको छ। रेटिङ एजेन्सीको रिपोर्ट प्राप्त भएर्गाँ अब कम्पनीको प्राथमिक सेयर निष्कासनको प्रक्रिया अधि बढ्दै जनाइएको छ। कम्पनीले १ सय २० शाखा कार्यालयबाट बिमितलाई सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको जनाएको छ। कम्पनीमा हाल १८ हजारभन्दा धेरै अधिकर्ताहरू आबद्ध रहेको जनाइएको छ। कम्पनीले नवीनतम सेवा उपलब्ध गराउँदै जाने क्रममा कम्पनीको वेबसाइट र मोबाइल एप्मा राखिएको च्याटबोटमार्फत विप्रित तथा अधिकताका लागि उपयोगी हुने विविध सेवा तथा सूचनाहरू प्रदान गर्दै आएको जनाएको छ। हाल कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ रहेको छ। प्राथमिक सेयर निष्कासनपछि कम्पनीको चुक्ता पुँजी २ अर्ब रुपैयाँ पुनर्नेत्र। प्राथमिक सेयर निष्कासनपछि संरक्षणक सेयरधनीहरूको हिस्सा ७० प्रतिशत र सर्वसाधारणको सेयर हिस्सा ३० प्रतिशत हुने जनाइएको छ।

● निषेधाज्ञाका ४१ दिनमा हिमालयको १६८ उडान हुँदा निगमलाई ८९ उडान

नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण बढेको बढ्यै छ। तर, निषेधाज्ञाका वेला पाएको बिजेनेस पनि निगमकै सञ्चालक र कर्मचारीको मिलेमतोमा हिमालयलाई दिने गरिएको छ। निगमको बिजेनेस खोसेर लिएको हिमालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाने यात्रुहरू चार गुणासम्म बढी भाडा असुल गरिरहेको छ।

नेपाल वायुसेवा निगमको वाइडबडी जहाज ६ असारमा स्वास्थ्य सामग्री लिन इजरायल जाने कार्यक्रम थियो। आइतबार ८:३० मा तोकिएको उडान १२:३० सम्म पनि अनुमति नपाएपछि क्याट्येनसहितको टोली घर फर्कियो। पुनः मंगलबार बिहान ११:३० लाई तोकिएको उडानलाई इजरायलले अनुमति दिन नमानेपछि पुनः रद्द गरियो। निगम व्यवस्थापनको लापरबाहीले उडानको अनुमति लिन असफल भएको यो पछिलो उदाहरण हो। यसअघि गत वर्ष अट्रेलिया र संयुक्त राष्ट्रसंघको चार्टर उडान पनि अनुमति लिन नसकेपछि दुई पटक साराएको थियो। निगम व्यवस्थापनभित्र योग्य व्यक्तिहरू नहुँदा उडानको अनुमतिसमेत लिन नसको अवस्था आएको छ। सरकारी स्वामित्वको निगमसँग अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि चार थान जहाज छन्। आवश्यक पद्धि दैनिक आठवटासम्म उडान गर्न सक्छ। तर, निगमकै उच्च अधिकारीहरूको मिलेमतोमा हिमालय एयरलाइन्सलाई प्राथमिकता दिँदा निगमको उडान रद्द हुने मात्रै होइन, उडान नै कम पाइरहेको अवस्था छ। तर, निगम नेतृत्व भने यस विषयमा बेखबर छ। यसरी पटकपटक व्यवसाय गुम्दासमेत

कपोरेट

त्यसलाई 'प्राविधिक विषय' भन्दै निगमका कर्मचारीहरूले नेतृत्वलाई अलम्बन्याउने काम गरिरहेको समेत खुलेको छ। त्यतिमात्रै कहाँ हो र, निगमको सञ्चालक समितिमै हिमालयको पक्षमा काम गर्ने सदस्यहरूको वर्चश्व रहेको छ। केही महिनाअगाडि मात्रै एपाले प्रवेश गरेका किशोर प्रधानदेखि हिमालयको स्वामित्व भएको यती समूहका एजेन्टका रूपमा काम गर्दै आएका फुर्नीयालजेन शेर्पा र ईश्वरी पौडेल सञ्चालक समितिका मदस्यहरू रहेका छन्, जसको प्रभावमा निगमको बिजेनेस खोसेर हिमालयलाई दिने गरिएको छ।

चार्टर उडान निगमको भन्दा हिमालयको धेरै पछिल्लो समयको निषेधाज्ञामा हिमालयले गरेको १६८ वटा चार्टर उडानमध्ये ११६ वटा कार्गो चार्टर उडान गरेको छ। तीमध्ये अधिकांश उडान निगमका सञ्चालक तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा भएको उच्च स्रोतले नयाँ पत्रिकालाई बतायो। यसबीचमा नेपाल वायुसेवा निगमले दिल्लीबाट भारतीय नागरिक त्याउनका लागि उडान गरेको छ। तर, ती भारतीयलाई साउदी अरेबिया लैजान भने एउटा पनि उडान गरेको छैन। ती सबै भारतीय बोक्ने जिम्मा हिमालय एयरलाइन्सले मात्रै पाएको थियो। ४१ दिनको बन्दमा निगमको ३३० वाइडबडीले ३८ उडानमध्ये २० वटा मात्रै कार्गो चार्टर गरेको छ। त्यस्तै, ३२० न्यारोबडी जहाजमार्फत ५१ वटा उडान गरेकोमा १२ वटा मात्रै कार्गो चार्टर गरिएको छ। निगमबाट चार्टर भएका अधिकांश सरकारी चार्टर नै रहेका छन्। भाडादर भने निगम र हिमालयबीच खास अन्नर छैन। हिमालयले ३२० जहाजको ६ हजार ५ सय डलर प्रतिघन्टा लिने गरेको छ। निगमले पनि न्यारोबडीको ६ हजार ५ सय डलरकै हाराहारी र वाइडबडीको १४ हजार डलर प्रतिघन्टा लिन रहाहारी रहेको छ।

● सुबिसुले नोकियाको सहकार्यमा थप उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवा दिने

१ हजार ५ सय किलोमिटर पूर्व-पश्चिम फैलिएको सुबिसुको नेटवर्कको क्षमता विस्तार हुने भएको छ। कम्पनीले नोकियासँगको सहकार्यमा ४०० जिबिपिएस

क्षमताको सिंगल अप्टिकल फाइबर सोलुसन विस्तार गरेको हो।

बद्दो इन्टरनेटको मागलाई सम्बोधन गर्न, उच्च गति तथा गुणस्तरीय इन्टरनेट तथा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने क्षमताको लागि नोकियाको यस अत्याधुनिक सोलुसनले सुबिसुले प्रदान गर्ने ब्रोडब्यान्ड सेवामा उल्लेखनीय सहयोग पुऱ्याउने कम्पनीले जनाएको छ। सुबिसुको रिटेल तथा कपोरेट ग्राहकहरूलाई उच्च गतिका ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट तथा इन्टरनेट प्रदान गर्ने नोकियाले नेपालमै पहिलोपटक ४ सय जिबिपिएस क्षमताको सिंगल अप्टिकल फाइबर सोलुसन उपलब्ध गराएको जनाइएको छ। यसले सुबिसुको बद्दो ब्यान्डविध आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी नयाँ बाजार स्थापना गर्न मद्दत गर्ने सुबिसुले विश्वास व्यक्त गरेको छ।

अब सुबिसुका ग्राहकहरूले उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड सेवामा थप गुणस्तरीय सेवाको अनुभव प्राप्त गर्ने कम्पनीले दाबी छ। ४०० जिबिपिएस सिंगल फाइबरयुक्त नोकिया १८३० फोटोनिक सर्पिस स्विच (पिएसएस) प्लेटफार्म अफरिड फोटोनिक सर्पिस इन्जिन (पिएसई), दुई दिशात्मक वेभलेन्थ डिभिजन मल्टिलेविसिंग (डिडब्ल्युडिएम) देशभर जडान गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। नोकियाको ४०० जिबिपिएस सिंगल फाइबर सोलुसनले फाइबर क्षमतामा उल्लेखनीय सुधार गरी सुबिसुको नेटवर्कलाई सोलुसन कस्ट अटिमाइज गर्दै २ अपरेसन कस्ट घटाउँदै थप सबल बनाउन मद्दत गर्ने कम्पनीको दाबी छ।

सुबिसुका सिडिओ विनयमोहन साउदले नोकियासँग लाप्ने समयदेखि काम गर्दै आएको र नोकियाको इन्डस्ट्री लिंडिड उत्पादन तथा सोलुसनहरूले सुबिसुको ग्राहकहरूलाई उच्च गति तथा गुणस्तरीय ब्रोडब्यान्ड सेवा प्रदान गर्न मद्दत गरिरहेको बताए। उनले भने, 'थो महत्वपूर्ण परियोजनाका लागि नोकिया एक मात्र विक्रेता हो र यसको सोलुसनले हाम्रो सेवाको माध्यमबाट ग्राहकलाई उच्चस्तरीय अनुभव तथा सेवा प्रदान गर्न हामी सक्षम भएको छौं।'

भारतका लागि नोकियाका इमर्जिंड मार्केटका प्रमुख विनिश बाबाले भने, 'हाम्रो इन्डस्ट्री-प्रामाणित १८३० पिएसएस सोलुसनले सुबिसुजस्ता सेवा प्रदायकहरूलाई बद्दो क्षमताको माग पूरा गर्न र ग्राहकको अनुभवलाई

अझ परिष्कृत गर्न सक्षम भएको छ।' सुबिसुको अप्टिकल नेटवर्कलाई आधुनिकीकरण गर्न यस महत्वपूर्ण परियोजनालाई सफल र समयमै समाप्त गरी उच्च प्रतिफल दिन पाएकोमा सन्तुष्ट रहेको उच्च गतिको लागि नोकियाको पार्टनर भएको नाताले नेपालमा नयाँ र भविष्य उपयोगी टेक्नोलोजीको निर्माण गरी उच्च गतिको कम्पनिकसन प्रणाली बनाउने प्रक्रियामा सहयोग गर्न सदैव प्रतिबद्ध रहेको बताए।

● पर्यटन क्षेत्रमा नागरिक लगानी कोष

